যায়যায়দিন

তারিখ 17 SEP 2012
পৃষ্ঠা 6 কলাম 4

শিক্ষা দিবস আজ

যাযাদি রিপোর্ট

আজ শিক্ষা দিবস। যথাযোগ্য মর্যাদায় সারা দেশে দিবসটি পালিত হবে। পাকিস্তান সরকারের গণবিরোধী, শিক্ষা সংকোচনমূলক শিক্ষানীতি চাপিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে এবং একটি গণমুখী শিক্ষানীতি প্রবর্তনের দাবিতে ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ছাত্র-জনতার ব্যাপক গণআন্দোলনের রক্তাক্ত স্মৃতিবিজড়িত দিন এই শিক্ষা দিবস। আজ থেকে ৪৯ বছর আগে তৎকালীন পাকিস্তানি সামরিক শাসক আইয়ুব খানের চাপিয়ে দেয়া 'শরীফ কমিশনে'র শিক্ষানীতি প্রতিহত করতে গড়ে উঠেছিল ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন। ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন, 'অল পার্টি স্টুডেন্ট অ্যাকশন কমিটি' দেশব্যাপী হরতাল কর্মসূচির ডাক দেয়। ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে দমাতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা লেলিয়ে দেয় পুলিশ বাহিনী। তারই একপর্যায়ে ১৭ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট মোড়ে ছাত্রদের মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। এতে মোস্তফা, বাবুল, ওয়াজিউল্লাহ প্রমুখ শহীদ হন। সেই থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ছাত্র সংগঠন প্রতিবছর এ দিনটিকে 'মহান শিক্ষা দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে। এ বছর মহান শিক্ষা দিবসের ৫০তম বার্ষিকী। এ উপলক্ষে দিবসের শহীদদের স্মরণে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠন বর্ণাঢ্য কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

কর্মসূচি: 'শিক্ষা দিবস' উপলক্ষে জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে আজ সকাল সাড়ে ১১টায় এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট।

দেশের ১১টি শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সংগঠনের মোর্চা 'জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট' আয়োজিত এ আলোচনা সভায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য, 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়ন : কাঙ্ক্ষিত অগ্রাধিকার, শিক্ষার্থী, শিক্ষক-অভিভাবক-শিক্ষানুরাগীদের কাম্য ভূমিকা'।